AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 11.10.2024 Time: 7.50 P.M

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ তৃতীয় দিন। ভোর থেকে পুজার্চনার পর এখন মন্ডপে মন্ডপে প্রতিমা দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে।

২) শারদোৎসবের মধ্যেই আর জি কর ইস্যুতে ধর্মতলায় অনশনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের ডাকা মহাসমাবেশে জনজোয়ার। কার্যত অবরুদ্ধ ধর্মতলার একাংশ।

৩) দক্ষিণ কলকাতার একটি পুজো মণ্ডপে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে শ্লোগান দিয়ে ধৃত ৯ জনকে কলকাতা হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে।

৪) চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া বিভিন্ন কাজের প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

৫) রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ম্যাচে প্রথম দিনের শেষে বাংলা আজ তাদের প্রথম ইনিংসে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে ২৬৯ রান করেছে।

ooooooooooooooooooooooooo

শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ তৃতীয় দিন। ভোর থেকে মন্ডপে মন্ডপে পুজার্চনার পর এখন প্রতিমা দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা মতে ব্রহ্মমূহূর্তে মহাষ্টমীর পুজো শুরু হয়। সকাল ৬'টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত ছিল এই তিথি।

(ঢাক)

মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে ৬-টা ২৪ মিনিটে শুরু হয় সন্ধীপুজো। চলে ৭'টা ১২ মিনিট পর্যন্ত। সন্ধীপুজোয় দেবী দুর্গা পূজিতা হন চামুন্ডা রূপে । এই পুজোর সময় দেবীকে নিবেদন করা হয় ১০৮-টি পদ্ম, জ্বালানো হয় ১০৮টি প্রদীপ।

সন্ধী পুজোর পর বেশিরভাগ জায়গাতেই মহানবমীর পুজোও চলে। করা হয় হোম যজ্ঞও । বেলুড় মঠ সহ ঐতিহ্যবাহী পুজো মন্ডপ ও বনেদী বাড়িতে কুমারী পুজোরও আয়োজন করা হয়।

(মন্ত্র)

কলকাতার বাগবাজার সহ অনেক জায়গাতেই বীরাষ্ঠমী উৎসবও উদযাপিত হয়।

এরই মধ্যে বেশকিছু জায়গায় অন্যরকম পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের একটি পুজো মন্ডপ নিয়ে আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন-

(ভয়েসকাস্ট – অভিরূপ)

বিভিন্ন জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহাষ্টমী ও সন্ধিপুজোর আয়োজনা করা হয়।

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের হাজার বছরের বেশী প্রাচীন দুর্গাপুজোয় গর্জে ওঠে তোপধ্বনী। কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হন।

বীরভূমের দুবরাজপুরে আজ পালিত হচ্ছে জয়তারা উৎসব। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে বলিদান হওয়ার পর প্রতিটি পুজো মন্ডপ থেকে অষ্টমীর শোভাযাত্রা বের করা হয়। গোটা দুবরাজপুর শহর পরিক্রমা করে। এই উপলক্ষে ছিল কড়া পুলিশী পাহারা।

কোচবিহারে বড়দেবীর বাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলী দিতে সকালে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। ৫০০ বছরের পুরোনো এই পুজোয় মোষ ও পায়রা বলির প্রচলন রয়েছে।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ির নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় সন্ধিপুজো।

জলপাইগুড়ি ও নদীয়ার রামকৃষ্ণ মিশনেও কুমারী পুজোয় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। নদীয়ায় ৬৫ জন দরিদ্র কুমারীকে পুজো করা হয়।

বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী ৪০০ বছরের প্রাচীন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে রীতি ও পরম্পরা মেনে নবকুমারী পুজো হয়েছে। রাজ আমলের প্রথা অনুযায়ী এখানে নবমীতে উমা, অপরাজিতা, মালিনী, কাল সন্দর্ভা, সুভগা কুব্জিকা, মহামায়া সহ দেবীর ৯ টি রূপের কল্পনা করে ৯ জন কুমারীকে একসাথে পুজো করা হয়।

এদিকে, জলপাইগুড়িতে এক টানা বৃষ্টিতে গতকাল গভীর রাতে ভেঙে পড়ে রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের মন্ডপ। দেবী প্রতিমার অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি। আজ সকালে আবার অস্থায়ীভাবে মন্ডল নির্মাণ করে পুজোর আয়োজন করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর নহাটায় এবার নির্ভয়া অভয়া তিলোত্তমাদের নামে দুর্গা পুজোর অঞ্জলি দেওয়া হয়! আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে নহাটা দূর্গা মণ্ডপের উল্টোদিকে স্থানীয় বাম কর্মী সমর্থকেরা অনশন কর্মসূচি পালন করে। আন্দোলনকারীরা জানান, অষ্টমীতে অঞ্জলীর রীতি থাকলেও, রাজ্যে ঘটে চলা একের পর এক নারীদের উপর নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে এই দিনটি বেছে নিয়েছেন । রাত নটা পর্যন্ত তারা অনশন প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন বলেও জানান। পাশাপাশি সিবিআই তদন্ত রিপোর্টে মাত্র একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে তারও প্রতিবাদ জানানো হয় এই অনশন মঞ্চ থেকে।

ooooooooooooooooooooooooo

শারোদৎসবের মধ্যেই আর জি কর ইস্যুতে ১০ দফা দাবিতে ধর্মতলায় অনশনরত জুনিয়ার চিকিৎসকেরা আজ সন্ধ্যায় মঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় এক সমাবেশের ডাক দিয়েছেন। সেই মহা সমাবেশে তারা সকলকে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন।

বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেও অনশনরত চিকিৎসকদের প্রতি সংহতি জানাতে তাদের ওই সমাবেশে সকলকে সামিল হওয়ার ডাক দেওয়া হয়।

শারদোৎসবের সন্ধ্যায় ধর্মতলায় ওই মহা সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ ভিন্ন পুজো উদযাপন করছেন। সমবেতস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে আগুনের পরশমণি। এই জমায়েতের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ ধর্মতলার একাংশ। এতো ভীড় তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে বলে আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আর্থিক সাহায্যেরও আবেদন জানানো হয়েছে।

একটি প্রতিবেদন -

(ভয়েসকাস্ট – অভিজিৎ)

এদিকে, অনশনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আই এম এ-র সভাপতি আর ভি অশোকন আজ কলকাতায় এসেছেন। আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়ে তিনি ধর্মতলায় চিকিৎসকদের অনশন মঞ্চে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। অনশনের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়া জুনিয়ার চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর সঙ্গেও দেখা করার কথা।

উল্লেখ্য, ডোরিনা ক্রসিং-এ ডাক্তারদের আমরণ অনশন চলাকালীন-ই গতকাল অনিকেত মাহাতোর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রাজ্য সরকার গঠতি এস এস কে এম-এর চার দস্যের দল অনশনস্হলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের শারীরিক পরীক্ষা নিরিক্ষা করেন। এরপরই সঙ্কটজনক অবস্থায় অনিকেতকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাতেই CCUতে ভর্তি করা হয় তাকে। এরপর রাতেই সঙ্কটজনক অবস্থায় অনিকেতকে সিসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের ইনচার্জ সোমা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠন করা হয় পাঁচ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড। তবে, অনিকেত চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন, যদিও শারীরিক অবস্থা এখনও স্থিতিশীল নয়।

oooooooooooooooooooooooo

দক্ষিণ কলকাতার একটি পুজো মণ্ডপে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে স্লোগান দিয়ে ধৃত ৯ জনকে কলকাতা হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। তাদের পরিবার এব্যাপারে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

আজ শুনানি চলাকালীন বিচারপতি শম্পা সরকার, এক হাজার টাকার বন্ডে তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। ১৫-ই নভেম্বর পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ বহাল থাকবে। তবে ধৃতদের প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজিরা দিতে হবে। তারা কোন পুজো মন্ডপে প্রতিবাদ জানাতে পারবেন না বলেও আদালত রায় দিয়েছে। একই সঙ্গে কোন পুজো মন্ডপের ২-শো মিটারের মধ্যে প্রতিবাদ জানানো যাবে না। মঙ্গলবার ১৫-ই অক্টোবর রাজ্য সরকারের কার্নিভালেও কোনরকম প্রতিবাদ বা সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না বলেও বিচারপতি শম্পা সরকার আজ স্পষ্ট জানিয়েছেন।

শুনানীর সময় বিচারপতি সরকার আরও বলেন, পুলিশ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট এবং প্ল্যাকার্ড উদ্ধার করেছে। তবে, সেগুলিতে তাদের শ্লোগান বিদ্বেষমূলক নয়, ধর্মীয়ভাবেও তারা কাউকে আঘাত করেনি। ধৃতরা প্রত্যেকেই কম বয়সী। অতি উৎসাহে তারা এধরনের কাজ করে থাকতে পারে বলে আদালতের অভিমত। ধৃতদের কেন লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হলো, রাজ্যের কাছে তা জানতে চান তিনি।

আদালতের বাইরে বেরিয়ে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন -

(বাইট)

এদিকে, ধর্মতলায় আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকরা হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানান। জুনিয়ার চিকিৎসকদের তরফে ডাক্তার দেবাশিষ হালদার বলেন –

(বাইট)

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

তৃণমূল কংগ্রেস আবারও জুনিয়ার চিকিৎসকদের অনশন প্রত্যাহার করে নিতে বলেছে। দলের নেতা কুনাল ঘোষ, আজ এক্সহ্যান্ডেলে এক বার্তায় অকারণ রাজনীতি না করে এই অনশন তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। যেখানে সিবিআই তদন্ত চলেছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন, চার্জশিটও দাখিল হয়েছে। তখন এই অনশনের যৌক্তিকতা কি, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সেই সঙ্গে জুনিয়ার চিকিৎসকদের আজকের সমাবেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে বামফ্রন্ট এতে সামিল হওয়ার জন্য জনগণকে যে ডাক দিয়েছে, তারও সমালোচনা করেছেন কুনালবাবু। তাঁর দাবি এর মধ্য দিয়ে বামফ্রন্টের মুখোস খুলে গেল।

এদিকে, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু পাল্টা দাবি করেছেন, রাজ্য সরকার যেকোন মূল্যে আর জি কর-এর আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন আর জি কর-এর তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকে গত দু-মাস ধরে সাধারণ মানুষ রাত দখল, রাস্তা অবরোধ, মিছিল, সমাবেশ, গান, কবিতা ও নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। কিন্তু সেই প্রতিবাদীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে সরকার পুলিশের সাহায্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়েছে যাচ্ছে। মিথ্যে মামলায় তাদের জেলবন্দী করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চাইছে। অনশনকারী চিকিৎসকদের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠলেও মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার বলে তাঁর দাবি।

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। উত্তর কলকাতায় আজ এক পুজোর অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভঙ্করবাবু বলেন, চিকিৎসকেরা মানুষের জন্য মরণপণ লড়াই করে থাকেন। তাদের নিয়ে এধরনের

টানাপোড়েন বেশিদিন চাল ঠিক নয়। সরকারেরই বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। সমস্যা নিরসনে অবিলম্বে দু-পক্ষের আলোচনায় বসা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

oooooooooooooooooooooo

আর জি কর ইস্যুতে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবিগুলি প্রশাসনিক স্তরে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করার আবেদন জানিয়ে সিনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছে। আজ সকালে সংগঠনের তরফে পাঠানো একটি ই মেইল এ অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্য সরকারকে আরো একবার জুনিয়ার চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানানো হয় । উল্লেখ্য তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সাত জুনিয়র চিকিৎসক গত শনিবার থেকে ধর্মতলায় এই অনশন শুরু করেছেন। চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো সহ বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতির প্রেক্ষিতে সিনিয়র চিকিৎসকদের এই চিঠি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান।

এদিকে, বেসরকারী হাসপাতাল ফোর্টিজের চিকিৎসকেরা আগামীকাল থেকে জরুরী বিভাগ ছাড়া সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে আজ এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়।

oooooooooooooooooooo

নিজেদের স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অভয়ার বিচার সহ ১০ দফা দাবি নিয়ে, যে আন্দোলন চলছে তাকে আরো তীব্র করার জন্য জুনিয়র চিকিৎসকেরা উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে ডাক্তার সংগঠন গুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ Doctors, West Bengal মনে করে। মঞ্চের এর যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার পূণ্যব্রত

গুণ ও ডাক্তার হীরালাল কোনার আজ জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি এব্যাপারে এক খোলা চিঠি দিয়ে এই দাবি গুলির ভিত্তিতে আন্দোলন আরো দীর্ঘ মেয়াদী ও দীর্ঘ স্থায়ী হবে বলে আস্থা ব্যক্ত করেন।

জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন কে কুর্নিশ জানিয়ে JPD র তরফে বলা হয়েছে যে, অনশন কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের এক সহযোদ্ধা এখন হাসপাতালে। তাই শারীরিক অবস্থা নিয়ে তাঁদের অভিভাবক - বন্ধু - পরিজনের সঙ্গে চিকিৎসক ও বিশ্বের জনগণ উদ্বিগ্ন। জুনিয়র ডাক্তাররা আগামীদিনের সম্পদ ও ভবিষ্যত, তাঁরা শিরদাঁড়া সোজা করে চলার পথ দেখিয়েছে। আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে তারা আজ ৬ দিনেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় ভাবে ও নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে আমরণ অনশন করছেন ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। কিন্ত রাজ্য সরকারের অনমনীয়, চূড়ান্ত পরিকল্পিত উদাসীন, মানবাধিকার বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া বিভিন্ন কাজের প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। তাদের সুরক্ষায় এইসব কাজের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে জুনিয়র চিকিৎসকরা গতকাল মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ কে যে ই মেইল করেছিলেন তার উত্তরে মুখ্যসচিব আজ সন্ধ্যায় বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে চিকিৎসকদের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন ইতিমধ্যে রাজ্যের আঠাশ টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৭ হাজার ৫১টি সিসিটিভি, ৭৭৮টি ওয়াশরুম, ৮৯৩টি নতুন ডিউটি রুম ছাড়াও পর্যাপ্ত আলো, এলার্ম ও বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালুর জন্য রাজ্যের তরফে ১১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । তবে কেন্দ্রীয়

তদন্তকারী সংস্থার তরফে গত বুধবার সবুজ সংকেত মেলায় আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সব কাজ এখনো শুরু করা যায়নি । বাকি মেডিকেল কলেজগুলোতে মঙ্গলবার এর মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্যস্তরে কমিটি গঠন করা ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুরনো সমিতি ভেঙে দিয়ে নতুন ভাবে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা অডিটের জন্যে রাজ্যস্তরে প্রাক্তন ডিজিপি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ এবং জেলাস্তরে জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তায় বিভিন্ন পুলিশ থানায় এক হাজার একশো ১৩ জন মহিলা কনস্টেবল কে যুক্ত করা ছাড়াও দেড় হাজারের বেশি বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে । মসৃণ ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে অনশন প্রত্যাহার করে মুখ্য সচিব আরো একবার জুনিয়র চিকিৎসকদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ফেরার আবেদন জানিয়েছেন।

oooooooooooooooooooooooo

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে বাংলা আজ তাদের প্রথম ইনিংসে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে ২৬৯ রান করেছে। লখনউ এর একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টসে জিতে তারা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সুদীপ চ্যাটার্জী ১১৬, সুদীপ কুমার ঘরামী ৯০ রান করেন। শাহবাজ আহমেদ ২৬ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল কোনো রান না করে অপরাজিত আছেন।

উত্তর প্রদেশের ভিপরাজ নিগম চার উইকেট নিয়েছেন।

oooooooooooooooooooooooo